R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬


# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )


সমস্ত প্রকার রোগ নির্ণয় ও
নিরাময় করা হয়
ডাঃ অমল সরকার
বি-এস সি, এম, বি, বি, এস
এক্স-হাউস সার্জেন
স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগ
রঘুনাথগঞ্জ পাকুড়তলা
জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির পার্শ্বে
বসিবার স্থান : কমলা ফার্মেসী, দম্মতিনগর, সময় : সোম-শনি সকাল ৭টা ১১টা, পাকুড়তলা : সোম-শনি বৈকাল ৪টা-৭টা, রবি সকাল ৭টা-১১টা।

৭৫শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯৫ সাল।
২৫শে মে, ১৯৮৮ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

## শিথিল প্রশাসন জনগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় বর্তমানে কোন প্রশাসন আছে কি না এ সন্দেহ শহরের বুদ্ধিজীবী মহলকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। পুরসভায় জনস্বাস্থ্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য উচ্চ বেতনভোগী একজন স্যানিটারি ইন্সপেক্টার রয়েছেন। কয়েকজন সুপারভাইজারও এ ব্যাপারে ভাল বেতনে নিযুক্ত আছেন বলে জানা যায়। কিন্তু তাঁরা কাজ করেন বলে মনে হয় না। কেন না পুরসভার যেখানে সেখানে মাংস বিক্রি হতে দেখা যায়। ঐ কাটা মাংস কিনের বা মানুষের খাদ্যের উপযুক্ত কি না তা পরীক্ষা করা হয় না বলে অভিযোগ। কোন কাটা মাংসের উপর পুরসভার কোন ছাপও দেখা যায় না। ছাপ দেওয়া প্রথ উঠে গিয়েছে এমন কোন তথ্যও পুরসভা থেকে সমর্থিত হয়নি। ক্রেতা সাধারণের অভিযোগ বহু ক্ষেত্রে বাজারে মৃত পশুর মাংসও বিক্রী হতে দেখা যায়। খাসি বা পাঁঠা বলে পাঁঠীর মাংসও বিক্রী হচ্ছে। দেখার কেউ নেই। পুরসভার নির্দিষ্ট কষাইখানা অব্যবহৃত হয়ে ঝোঁপ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ফাঁসীতলায় পুরসভা নির্দিষ্ট মাংসের দোকানের সামনেই পথের ধারে আইনকে উপেক্ষা করে দৈনন্দিন পশু জবাই করতে দেখা যায়। যার ফলে যে কোন সময় দুর্বল চিত্তের মানুষ ও শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে বিপদ ঘটাতে পারে। সেদিকে স্বাস্থ্য পরিদর্শক বা সুপারভাইজারের কোন নজর নেই। অনুসন্ধান করে জানা যায় এই নজর না দেওয়ার মূলে নাকি নজরানার ব্যবস্থা কায়েম হওয়া। জনস্বাস্থ্য ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## প্রধান শিক্ষকের অনৈতিক আচরণের প্রতিবাদে স্কুল ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাণীনগর অঞ্চলের শতাধিক গ্রামবাসী মালডোবা পি, কে, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে তাঁর পদত্যাগ দাবী করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের অনৈতিক আচরণের ফলে স্কুলে প্রশাসন বলতে কিছুই নাই। খবরে প্রকাশ, প্রধান শিক্ষক সুনীল সিংহ তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী ও পুত্র কন্যা থাকা সত্ত্বেও নাকি ঐ স্কুলের শিক্ষিকা অরুণা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে বাস করেন। তাঁর এই অনৈতিক আচরণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ তাঁকে ভয় করে না। উপরন্তু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। সম্প্রতি ছাত্রীদের সঙ্গে ছাত্রদের অশালীন আচরণও বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিভাবকরা এ নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছেন। মোট কথা শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে পড়েছে। তারই প্রমাণ দিচ্ছে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা। গত ৩ মে স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র পুষ্পেন দাস শিক্ষক সুশান্ত দাসের উপর চড়াও হয় ও তাঁর গলা টিপে ধরে। পরে শিক্ষক ও ছাত্রদের হস্তক্ষেপে সুশান্তবাবু রক্ষা পান। পরদিন ৪ মে স্কুল আসার পথে পুনরায় পুষ্পেন সুশান্তবাবুকে আক্রমণের চেষ্টা করলে কিছু ছাত্র বাধা দেয়। ফলে এই ঘটনায় ছাত্রদের মধ্যে দুটি দলের সৃষ্টি হয় ও মারদাঙ্গা বাধে। শিক্ষক সুশান্ত দাস ও বসন্ত দাসের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা শান্ত হয়। এই খবর পেয়ে গ্রামের ২৫০/৩০০ অভিভাবক স্কুলে আসেন ও প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষক ইচ্ছা করে স্কুলে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছেন। এবং অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত থাকায় তিনি প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতা হারিয়েছেন। অতএব তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক অভিভাবক ও ( ৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## পুনরায় টাওয়ার পড়লো

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ মে : গত ২৩ ও ২৪ মের ঝড়ে সাগরদিঘি থানার সেখদীঘি ও বিপ্রকালী গ্রামের মাঝামাঝি ১৫০ নম্বর ও রঘুনাথগঞ্জ থানার কুড়োল-দাসপাড়া গ্রামের কাছে ১৬২ নম্বর বিদ্যুৎ টাওয়ার দুটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে গত ২৩ মে সন্ধ্যে থেকে জঙ্গিপুর মহকুমার বেশ কিছু এলাকায় পুনরায় বিদ্যুৎ বিপর্যয় নেমে আসে। এক সাক্ষাতকারে উমরপুর কেভি সাব ষ্টেশনের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার জানান বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা মালদা থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে ১৩২ কেভি সাব ষ্টেশনটি চালু রাখার ব্যবস্থা করেছি। ফলে বিদ্যুতের জন্য কোন দুর্ভোগ গ্রাহকদের পোহাতে হবে না। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত টাওয়ার দুটি মেরামতের কাজও জরুরী ভিত্তিতে ডিপার্টমেন্ট থেকে করানোর ব্যাপারে আলোচনা চলছে। আজ থেকে কাজ শুরুও হয়ে যেতে পারে। গতকাল ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## ডি আই জি ফরাক্কা ঘুরে গেলেন

ফরাক্কা : গত এক মাসে এই থানায় বেশ কয়েকটি খুন ও হত্যার ঘটনা ঘটে। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে মন্ত্রীসভায় চীৎকার শুরু হয়। অন্যদিকে এন টি পি সির কয়লা চুরিও ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এই সব ঘটনা সরজমিন তদন্তে গত ১৯ মে ডি আই জি ( প্রেসিডেন্সী রেঞ্জ ) হায়দার আজিজ সফি এখানে আসেন। তিনি আলিনগর গ্রামে গিয়ে গত ২৭ এপ্রিল ১২ বছরের মেয়ে রাহেনা খাতুনের খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পরে ২০ মে এন টি পি সির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে প্ল্যান্টের কয়লা চুরি বন্ধের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৯৫ সাল

## বিদ্রোহী কবি নজরুল

'রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা/তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা' বিদ্রোহী কবি নজরুলের এ মর্মবাণী বিদ্রোহী মনকে আলোড়িত করে। শুধু বিদ্রোহীই নয়, আধুনিক যুগের একজন শক্তিমান কবি কাজী নজরুল। 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী—কবির এই উক্তিতেই আধুনিকতার গন্ধ পাওয়া যায়।

কবি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। কখনও কবিয়াল, কখনও সৈনিক, কখনও সাংবাদিক এবং কখনও বা বিদ্রোহী। বিখ্যাত তিনি 'লেটো' স্বদেশী গান, প্রেমের গান, ভক্তির গান, সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য। কবিজীবনে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ হয়তো বা জীবন যন্ত্রণা ও গভীর উপলব্ধির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কাব্যেই নির্যাতিত দীনহীনের অব্যক্ত বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে বাণী লাভ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠ তীব্র উন্মাদনায় স্পন্দিত হইয়াছিল। অবিচার অনাচার ও অত্যাচার প্রপীড়িত সর্বহারা জনগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রতিকারের বলিষ্ঠ দাবি ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি সাধারণ মানুষের নিকট এত সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখিয়াছিলেন, আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম —দৈন্যে, দারিদ্রে, অভাব, অসুরের পীড়নে জর্জরিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্যদানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত।

বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল। তিনি শুধুমাত্র কবি নহেন—জাগ্রত যৌবনের প্রতীক; তিনি আপামর জনসাধারণের কবি। আজন্মবিদ্রোহী। নব নবীনের জয়ধ্বজা উত্তোলনকারী। অন্যায় অসুন্দরকে উচ্ছেদ করিতেই যেন তাঁহার আবির্ভাব। তিনি গাহিয়াছেন ঃ

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবন-হারা অসুন্দরে
করতে ছেদন।

কিন্তু আজও কি আমরা 'অসুন্দরে'র অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি ? আজও আমাদের মধ্যে হানাহানি, কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা, জঘন্য প্রাদেশিকতা আর দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল নোংরামি। আজ ত্রিশের দশকের সেই জাগ্রত যুবশক্তি যেন আফিমের মৌতাতে দিনের পর দিন ঝিমাইয়া পড়িতেছে। আজ আমরা সভ্যতার জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি না—আন্তর্জাতিকতার মেকী বুলি কপচাইয়া অশ্লীল ইয়াঙ্কি কালচারের কুৎসিৎ বেলেল্লাপনায় মাতিয়া উঠিতেছি। আজ এই চরম অবক্ষয়ের দিনে পথভ্রষ্ট যুবসমাজকে নূতন করিয়া 'অগ্নিবীণা'র অগ্নিশপথ গ্রহণ করিতে হইবে। চল্লিশ বৎসরের জীবনমৃত স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে বিদ্রোহের লাল নিশান উড়াইয়া দিকে দিকে রণদামামা বাজাইয়া বিদ্রোহী কবির নবমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঃ

'লাল পলটন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীরবাচ্চা,
মীর জালিমের দাঙ্গায়।
মোরা অসি বুকে ধরি' হাসি মুখে মরি
জয় স্বাধীনতা গাই।

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব )

### ফেভারিট সম্পর্কে

আমরা গত ১১ই মে ১৯৮৮ সালের "জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রে দেখিলাম যে. "ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেন্ট কি পাততাড়ি গুটাচ্ছে"। এই সংবাদ পড়িয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। আমাদের কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর থেকে দীর্ঘ ১৮ বৎসর যাবৎ প্রতিটি সার্টিফিকেট হোল্ডার ও ফিল্ড কর্মীদের স্বার্থে অতীব নিষ্ঠা সহকারে আজও-বধি তাহাদের সেবায় নিয়োজিত এবং ইহা সর্বজনবিদিত। আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে প্রতিটি সার্টিফিকেট হোল্ডারদের মেয়াদ অন্তে দেয় টাকা তাহাদের ন্যায্য লভ্যাংশ সহকারে ফেরত দেওয়া হইতেছে। তাহার যথাযথ প্রমাণও আমাদের নিকট যত্নের সহিত রাখিয়াছি। সুতরাং ঐ অঞ্চলবাসীদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে সাধারণ মানুষ এবং সকল সার্টিফিকেট হোল্ডাররা যেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠান গুটানোর গুজবে কোনরকম কান না দেন এবং বিভ্রান্ত না হন। কারণ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আমাদের যে সকল শাখা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন কাজ সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইতেছে ইহাই সকল জনসাধারণের লক্ষ্য করিবার বিষয়। আরও উল্লেখ থাকে যে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে "ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেন্ট" সংস্থা কোন রকম চিট ফাণ্ডের আওতায় পড়ে না। অতএব সকল জনসাধারণকে জানাই যে আপনারা কোন রকম ভিত্তিহীন খবরে কান দিবেন না।

আদেশানুসারে
নিরঞ্জন দে
প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন অধিকর্তা
ফেভারিট স্মল ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড

## নজরুলকে যেমন দেখেছি

বরুণ রায়

ছেলেবেলা থেকে অনেক বিশিষ্ট মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম ১৯৪০ সালে। তখনই ঠিক করেছিলাম নজরুলকেও দেখতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ এল অনেক দিন পরে। কবিপুত্র কাজী সব্যসাচীর সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। তার সঙ্গেই প্রথম তাদের বাড়ী গিয়েছিলাম।

নজরুলকে দেখলাম। কিন্তু সে কোন নজরুল ? কল্পনার তুলি দিয়ে যাঁকে এঁকেছিলাম—গল্প গান অট্টহাসিতে উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা একটা গোটা মানুষ—তার জায়গায় দেখলাম ভাবলেশহীন মুখে শূন্য-দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বিছানায় স্থির হয়ে বসে আছেন প্রায়-বৃদ্ধ এক জীবন্ত পুতুল। মনে মনে সে দিন যে ধাক্কা খেয়েছিলাম তা কোনদিন ভুলব না॥

যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কবিকে তাঁর কাব্যের মধ্যে খুঁজে নাও, বলেছেন 'কবি তব মনোভূমি রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'—তবু আমরা মাটির মানুষ অধরাকে হাতের মধ্যে পেতে চাই। হাসি গল্প ও গানে ভরা জীবন্ত মানুষকে নাগালের মধ্যে না পেলে আমাদের আশা মিটে না। তাই আশাভঙ্গের পর সেদিনই ঠিক করেছিলাম, নজরুল নিজ মুখে যা বলতে পারলেন না তা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে তাঁর আত্মীয়পরিজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকে।

নজরুলের জীবনের বহু টুকরো টুকরো ঘটনার ইতিহাস আমি সংগ্রহ করেছি নজরুলের আবাল্য সুহৃদ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, দিলীপকুমার রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মোজাফ্‌ফর আমেদ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং নজরুল তনয় কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ, নজরুলের পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী, পৌত্র অনির্বাণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রেজাউল করীমের কাছ থেকে। আমার বন্ধু সব্যসাচীর সঙ্গে নজরুলের গ্রামের বাড়ী চুরুলিয়ায় গিয়ে সেখানে অনেক তথ্য পেয়েছিলাম। বহরমপুরের উমাপদ ভট্টাচার্যের পরিবার থেকেও নজরুলের চিঠি এবং অনেক তথ্য ও আলোকচিত্র আমি পেয়েছি। সময় ও সুযোগমত সে সব প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।

বর্দ্ধমানের পর বোধহয় মুর্শিদাবাদ জেলাই কবির জীবনে সবচেয়ে বড় অংশ নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় কবি (৫ম পাতায়)

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

# National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

## Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : 742236 DIST. MURSHIDABAD (W. B.)

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/ WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials,

The documents will be on sale from 16-5-88 to 11-6-88 from 9-00 to 12 00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

| Sl. No, | Name of works | Approx. value of work | Amt. of EMD cost of tender paper | Completion period | Date & time of opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of new road of Phase-II at plant site of FSTPP NIT no. FS : 43 : CS : 2018/T-49/88 | 10·00 lakhs | Rs. 20,000/- Rs. 100/- | Twelve (12) months | 13-6-88 at 3-00 pm |
| 2. | Repair/maintenence of road around main power house at plant site of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 1037\|T-50/88 | 16,00 lakhs | Rs 32,000/- Rs 100/- | Twelve (12) months | 13-6-88 at 3 00 pm |
| 3. | Electrification of three tier rack system in permanent stores building at plant site of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 1036/T-51/88 | 0·40 lakhs | Rs 800/- Rs 25/- | Three (3) months | 14-6-88 at 3-00 pm |
| 4. | Modification\|openings in garrage of 'D' type Qtrs. at permanent township, Khejuriaghat of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 1560/T-52/88 | 1·00 lakh | Rs. 2000- Rs 25/-- | Six (6) months | 14-6-88 at 3-00 pm |
| 5. | Special repair of Tildanga approach road of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 662/T-53/88 | 3·2 lakhs | Rs 64,000/- Rs 50/- | Twelve (12) months | 15 6 88 at 3-00 pm |
| 6. | Miscellaneous works in and around Power House of FSTPP NIT no FS : 42 : CS : 1028(A)/T-54/88 | 3 5 lakhs | Rs. 7000/- Rs. 50/- | Twelve (12) months | 15-6-88 at 3 00 pm |
| 7. | Miscellaneous works at plant site of FSTPP (outside main power house) NIT no. FS : 42 : CS : 1028(B)/T-55/88 | 3·5 lakhs | Rs, 7000/- Rs, 50/- | Twelve (12) months | 15-6-88 at 3 00 p m |

(Contd.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Construction of emergent surface drain and culvert in main plant area stage-II (2×500 MW) of FSTPP NIT no. FS : 43 : CS : 2019/T-56/88 | 6.25 lakhs | Rs. 12050/- Rs 50/- | Six (6) months | 15-6-88 at 3-00 p m |

## TERMS AND CONDITIONS :

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.

2. Interested parties are advised to visit site to familiarise with the site conditions.

3 Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form Earnest money of Rs..... enclosed should clearly be written on the top of envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

6. For sl. no. 3, party must have valid electrical contractor's licence.

**Senior Engineer (Contracts)**
**FSTPP/NTPC**

### খেয়াঘাট মাঝিদের লাইসেন্স দেওয়া হলো

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১০ মে পুরসভা খেয়াঘাটের মাঝিদের বহু আন্দোলিত দাবী মেনে নিলেন। খেয়া মাঝিদের দাবীগুলির অন্যতম ছিল তাদের বৈধ লাইসেন্স দান, পাড়ানীর মাশুলের রেট বেঁধে দেওয়া প্রভৃতি। উল্লেখ্য, আর এস পি পরিচালিত খেয়া মাঝি সংঘ দীর্ঘদিন যাবৎ এই আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু পুরসভা তাঁদের আন্দোলনে কোনরূপ সাড়া দেননি। বর্তমানে মাত্র ৮ মাস পূর্বে সিটু ইউনিয়ন মাঝিদের মধ্যে তাঁদের সংগঠন গড়ে তোলেন ও আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ে। বর্তমানে পুরসভা সি পি এমের প্রভাবাধীন বলে সকলে জানেন। সি পি এম প্রভাবাধীন পুরসভা শেষ পর্যন্ত মাঝিদের দাবীগুলি মেনে নিয়ে তাদের লাইসেন্স প্রদান করলেন। ফলে ফ্রন্টের শরীক দল আর এস পির সংগঠন যে মার খেল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা আর এস পিকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করতেই পুরসভা সিটুর দ্বারা পুরাতন দাবগুলিকে তুলিয়ে তা মেনে নিলেন।

### প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও সংকরায়ণ দিবস

সাগরদীঘি : গত ১০ মে স্থানীয় হাই স্কুল প্রাঙ্গণে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও সংকরায়ণ সম্বন্ধে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচক্রবর্ত্তী তাঁর ভাষণে বলেন, প্রাণী সম্পদের বিকাশ ঘটাতে পারলে জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ ঘটাতে সংকরায়ণের বিশেষ প্রয়োজন। গরু মোষ হাঁস মুরগী প্রভৃতির উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বাচ্চা পাওয়া সম্ভব। জেলার ২৬টি ব্লকে ৩৬টি পশু চিকিৎসাকেন্দ্রে এইসব সাহায্য পাওয়া যায়। অন্যান্য বক্তারাও তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁরা বলেন ১৯৭২ থেকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তথাপি পশুপক্ষী পালকদের মধ্যে সচেতনতা আনার কোন সার্বিক প্রচেষ্টা আজও হয়নি। প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও সংকরায়ণের কাজে পঞ্চায়েতকে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে তাঁরা অনুরোধ জানান।

### নতুন স্টেটবাস চালু হলো

ধুলিয়ান : গত ৩ মে থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা এখান থেকে কলকাতা বাস সার্ভিস চালু করলেন। ভোর ৪-৩০ মিঃ ধুলিয়ান থেকে এই বাস ছাড়বে এবং কলকাতা থেকে ২-৪৫ মিঃ এ রওনা দিয়ে রাত ১০টায় ধুলিয়ানে পৌঁছবে। স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন, পরিবহনের এক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ৩ মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বাসটি কলকাতার দিকে রওনা হয়। উল্লেখ্য, সরাসরি কলকাতা যাওয়া আসার ট্রেনগুলি বন্ধ হওয়ায় জনসাধারণের যে দুর্গতি হচ্ছিল তার থেকে তাঁরা কিছুটা রেহাই পেলেন এই বাস চালু হওয়ায়।

## নজরুলকে যেমন দেখেছি

(২য় পাতার পর)

প্রথম এসেছিলেন রাজঅতিথি হয়ে—বহরমপুর জেলে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি বহরমপুরে উমাপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। উমাপদবাবুর পরিবারের সঙ্গে নজরুল পরিবারের যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল তা বরাবর বজায় ছিল। উমাপদবাবু ছিলেন নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ। নজরুলের বহু গানের তিনি সুর দিয়েছেন এবং রেকর্ড করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন বহরমপুরের এই উমাপদবাবু এবং নজরুল সুহৃদ নিমতিতার নলিনীকান্ত সরকার।

নলিনীকান্ত সরকার নজরুলের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। নজরুলের হাসির গান রেকর্ডে, রেডিওতে এবং বিভিন্ন ঘরোয়া আসর ও জনসভায় গেয়ে সারা দেশকে তিনি একসময়ে মাতিয়ে ছিলেন। নলিনীকান্তের নিমতিতার বাড়ীতে নজরুল এসেছেন। তাঁর কলকাতার বাসায় তো সপরিবারে বহুবার থেকেছেন। নজরুলের এক ছেলের জন্ম নলিনীকান্তের বাড়ীতে। 'দাদাঠাকুর' শরৎচন্দ্র পণ্ডিতও নজরুলকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছেন।

কিন্তু নজরুলের সমস্ত সাহিত্যচিন্তা ও অধ্যাত্ম চেতনাকে যিনি আমূল নাড়া দিয়েছিলেন সেই যোগীবর বরদাচরণের সঙ্গেও নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ নিমতিতার জমিদার বাড়ীর বিয়ের আসরে। বরদাচরণের কাছে যোগাভ্যাসের শিক্ষা নিয়ে নজরুল ভিন্ন মানুষে পরিণত হন।

আত্মভোলা নজরুল বহরমপুরে একবার উল্টে বিপত্তির সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বহরমপুরে যুব সম্মেলন হচ্ছে। সম্মেলনে নজরুল আসবেন, বিজয়লাল সম্মেলনের দিন নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশন হওনা হবেন। বাসা থেকে বের হবেন এমন সময় নজরুলের এক দাবাড়ু বন্ধু বগলে দাবার পুঁটুলি নিয়ে হাজির। নজরুলকে নিয়ে টানাটানি, তার সঙ্গে এক হাত না খেলে কোথাও যাওয়া চলবে না। ট্রেনের কথা ভুলে গিয়ে নজরুল দাবা খেলতে বসলেন। বিজয়লালকে বললেন—'কোন চিন্তা নাই, তুমি চলে যাও, আমি পরের ট্রেনেই আসছি।' বিজয়লাল বহরমপুরে এসে দেখেন নজরুলকে স্বাগত জানানোর জন্য ষ্টেশনে অনেক লোক এসেছে। তারা তো বিশ্বাস করতেই চায় না যে নজরুল আসেননি। যাই হোক তাদের বলা হল যে নজরুল পরের ট্রেনে আসছেন। সেই পরের ট্রেনও চলে গেল। সভার সময় পার হয়ে গেল। বিজয়লাল তো কোনরকমে পিঠ বাঁচিয়ে পালালেন। ভগ্নদূত গিয়ে হাজির হলেন কলকাতায় নজরুলের বাসায়। তখনও দাবাখেলা চলছে। বিজয়লালকে দেখে নজরুল বলে উঠলেন—'দে গরুর গা ধুইয়ে, খুব ভুল হয়ে গিয়েছে।' এই ইচ্ছে বেহিসাবী আত্ম ভোলা নজরুল।

নজরুলের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে অনেক আলোচনা অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। সে সবের মধ্যে না গিয়ে মানুষ নজরুলের যে পরিচয় পেয়েছি তাই বলি। নজরুল ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ; একটা গোটা মানুষ—সুকুমার রায়ের 'রামগরুড়ের ছানার' বিপরীত মেরুবাসী। কথায়, গল্পে গানে, উদ্দাম হাসিতে সব সময়েই ভরপুর। নিরভিমান, বন্ধুবৎসল। ন'বছরের ছেলে নিনাকে (অনিরুদ্ধ) লেখা নজরুলের একটি চিঠি আমার কাছে আছে। সেই ছোট্ট চিঠির মধ্য দিয়ে নজরুলের স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। নজরুলের খ্যাতি এবং তাঁর অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবে বিচলিত হয়ে অনেকে নজরুলকে কটূক্তি করেছে। কিন্তু তিনি কোনদিন তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেননি। অত্যন্ত সাধারণ মাপের মানুষের সঙ্গে যেমন তিনি মন খুলে মিশতে পারতেন, আবার রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট পুরুষের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখী হয়েও তেমনি সহজ অনাড়ম্বর থাকতে পেরেছেন।

তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে সুন্দর দিক—তাঁর অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর মানবপ্রেম। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আমরা অনেকেই মুখে নিন্দা করি, কিন্তু নিজেদের চিন্তা ও আচরণে তার ঊর্দ্ধে উঠতে পারি না। নজরুলের জীবনটাই হচ্ছে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় গোঁড়ামী আর ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে জলন্ত বিদ্রোহ।

হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্ট সর্বধর্মের সারনির্যাস তিনি জীবনে আত্মস্থ করেছিলেন। তাই কারও সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল না। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী আগে যখন আমাদের সমাজ আরও বহু পরিমাণে গোঁড়া ও অনুদার ছিল নজরুল তখন হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তাঁর স্ত্রী এবং শাশুড়ী নজরুলের সঙ্গে এক বাড়িতে থেকে সারা জীবন তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসমত দেবদেবীর পূজো করে গিয়েছেন। নজরুল পরিবারের পূজোর ঘর আমি দেখেছি। নজরুল তাঁর পরিবারের লোকদের আরবী নামকরণ করেননি। ছেলেদের নাম দিয়েছেন সব্যসাচী, অনিরুদ্ধ, পুত্রবধূর নাম কল্যাণী, পৌত্র অনির্বাণ।

নজরুলকে যদি সত্যি আমাদের সম্মান জানাতে হয় তাহলে 'বল বীর চির উন্নত মম শির' বলে শুধু গলাকাঁপানো আবৃত্তি করলেই চলবে না, সমস্ত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, মানুষে মানুষে গড়া সব কৃত্রিম বেড়াকে তুচ্ছ করে উদার মানবপ্রেমে দীক্ষিত হতে হবে। ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজজীবন থেকে সমস্ত অন্যায়, সব অসাম্যকে দূর করার জন্য নজরুলের মতই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

## রঘুনাথগঞ্জ মিঞাপুর রাস্তা দুর্বৃত্তদের দখলে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ হঠাৎ হাসপাতাল মোড় থেকে শ্রীকান্তবাটী উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তায় ছিনতাই ও লুঠতরাজ বাড়তে শুরু করেছে। কিছুদিন আগে রাম সেন সেতুর দক্ষিণে খড়খড়ি নদীর মজা খালগুলি জবর দখল করে সেখানে ঘর বাড়ী উঠেছে। প্রথম দু'তিনদিন ওখানে লাল পতাকা উড়তেও দেখা যায়। জানা যায় স্থানীয় সি পি আই এর মদতে ঐ দখলদারী ঘটছে। শ্রীকান্তবাটীর যুবকেরা এক লিখিত বিবৃতিতে জানান রাজনৈতিক ঐ দলটি এর জন্য দখলকারীদের কাছ থেকে টাকাও নিচ্ছেন। তারা আরোও জানান, জনৈক বাসচালক ওখানে একটি ঘর তুললে তাঁর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নজরানা নেওয়া হয়। তাঁদের অভিযোগ কয়েকজন প্রভাবশালী বামপন্থী নেতার মদতেই দুষ্কৃতকারীরা পথচারীদের ছিনতাই ও মারধোর (শেষ পৃষ্ঠায়)

## স্কুল ঘেরাও

(১ম পাতার পর)

শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে এক সভা ডাকতে রাজী হলে অভিভাবকরা ঘেরাও তুলে নেন। অন্যদিকে কিছু ব্যক্তি স্কুল গৃহে তালা দিয়ে স্কুল বন্ধ করে দেয়। ফলে গত ৫, ৬ ও ৭ মে স্কুল বন্ধ থাকে। পরে গ্রামবাসী ও শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে তালা ভেঙ্গে বিদ্যালয় চালু করা হয়। স্কুলে তালা ঝোলানোর ব্যাপারে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক কয়েকজন দুষ্কৃতকারীর সাহায্য নিয়ে গোলমাল পাকাতেই এই কাজ করেছেন। তাঁদের আরো অভিযোগ, গত ফেব্রুয়ারী মাসে স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ও মন্ত্রীরা আসবেন বলে প্রধান শিক্ষক প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু অনুষ্ঠানে কেউ আসেননি। সংগ্রহকৃত অর্থেরও তিনি নাকি কোন হিসেবপত্র দিচ্ছেন না। অনুসন্ধানে জানা যায় প্রধান শিক্ষক এখনও কোন সভা ডাকেননি। উপরন্তু তিনি থানায় এস ডি ও, এস ডি পিওর কাছে অভিভাবকেরা তাকে মারধোর করেছেন বলে অভিযোগ জানিয়ে বিচার প্রার্থনা করেছেন। গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবী করেন।

## মুর্শিদাবাদে নতুন এস পি

বহরমপুর : আজ ২৫ মে বংশীধর শর্মা মুর্শিদাবাদ জেলার এস পির দায়িত্বভার নিচ্ছেন। তিনি ব্যারাকপুরে এ্যাডিশন্যাল এস পি পদে কর্মরত ছিলেন। এস পি রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং গত সপ্তাহে ডি সি পোর্ট এর পদে যোগ দিয়েছেন।

## স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে

(১ম পাতার পর)

বিঘ্নিত হোক ক্ষতি নাই কর্মচারীদের আয়ের উৎস বিঘ্নিত না হলেই হলো। এই ব্যবস্থা বর্তমান পুর প্রশাসনে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান পুর এলাকায় ব্যাপকভাবে বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে। কিন্তু পথের আশেপাশে, কারমাইকেল রোডের ধারে, বাজারে বা ফুলতলায় খোলা অবস্থায় ধুলোবালি মিশ্রিত তেলেভাজা মিষ্টি প্রভৃতি খাবার বিক্রি হচ্ছে অবাধে। ফুড লাইসেন্সের বিধান মাফিক নির্দেশ সকল ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত পুরকর্মীরা নির্বিকার। তাঁরা যে জনগণের পয়সায় বেতন পাচ্ছেন তা মনে করেন না। পথঘাটে কখনও ঝাঁটা পড়ে না নর্দমাগুলো দীর্ঘদিন পরিষ্কার হয় না। বায়ুসেবীদের একমাত্র ভ্রমণ স্থান কারমাইকেল রোড থেমে থাকা বাস ও ট্রাক ধোয়া জল এবং পোড়া মবিলে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কিন্তু কার গোয়ালে কে ধোঁয়া দেয়। শহরের জনগণ শুধুমাত্র ভোট আর ট্যাক্স দেওয়ারই মালিক। আর তাঁদের নির্বাচিত কর্মকর্তারা নিজেদের আখের গুছাতে ব্যস্ত।

## বোমার আঘাতে নিহত

জঙ্গিপুর, ২৫ মে : রঘুনাথগঞ্জ থানার গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে গতকাল সকালে জমিকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের এক সংঘর্ষে সিরাজ সেখ নামে জনৈক ব্যক্তি বোমার আঘাতে আহত হয়। হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে সে মারা যায়। একই গণ্ডগোলে জড়িত কালু সেখ বোমা তৈরী করতে গিয়ে হাতে বোমা ফেটে তার বাঁ হাতটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্তমানে সে বহরমপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

## পুনরায় টাওয়ার পড়লো

(১ম পাতার পর)

বিদ্যুৎ বিভাগের ডিভিসন্যাল ইঞ্জিনীয়ার, জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও এবং সি আই অব পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে টাওয়ারদুটির রক্ষণাবেক্ষণে সেখানে পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেন। আজ ভোর ৩টে থেকে পুনরায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

## দুর্বৃত্তদের দখলে

(৫ম পাতার পর)

করছে। স্থানীয় যুবকেরা প্রতিবাদ করলে তাদেরও মারধোরের ভয় দেখানো হচ্ছে। আগে রাম সেন সেতুর উপর সব সময়ের জন্য দু'জন পুলিশ রাখা হতো। তাও এখন তুলে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা প্রায়ই তাদের পাহাড়া দিতে দেখা যায় না। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঐ সব নেতাদের কথাতেই নাকি পুলিশ ঠিকমত পাহাড়া দেয় না। ক্ষুব্ধ ও ভীত গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ দাবী করছেন।

## নির্ব্বাচনে হেরে গিয়েও স্কুল কমিটি সি পি এমের হাতে

হড়হড়ি : গত ২১ মে স্থানীয় হাই স্কুলে পরিচালক কমিটির নির্ব্বাচনে সি পি এমের তিনজন ও কংগ্রেসের চারজন নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য বিগত তিন বছর এখানে সি পি এম পরিচালিত বডি কাজ করে আসছেন। এবার কংগ্রেস প্রতিনিধির সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য বডি তাঁদের হাত ছাড়া হতে চলেছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে সরকার মনোনীত প্রার্থীকে সম্পাদক করে সি পি এম পক্ষ নির্বাচিত কংগ্রেসের বাড়া ভাতে ছাই দেবার চেষ্টা করছেন।


যৌতুকে VIP

সকল অনুষ্ঠানে VIP

ভ্রমণের সাথী VIP

এর জুড়ি কি আর আছে !

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

VIP সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রথম বিপুল সমাবেশ

ধন্নালাল মোহনলাল জৈন

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান

জেলা মুর্শিদাবাদ, ফোন ধুলিয়ান ৫

জঙ্গিপুর মহকুমায় এই প্রথম VIMAL এর সার্টিং, সুটিং ও শার্টিং রিটেল কাউন্টার এবং জেলায় যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে সব রকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি, এস এণ্ড টি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু: ১৬৬

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ ( সদরঘাট ) মুর্শিদাবাদ

প্রিয় গ্রাহক

আপনারা নীচে উল্লেখিত ব্র্যান্ডগুলির

প্রতিটি ঠান্ডা বোতলের জন্য ২টা: ৭৫প: দাম দেবেন

| | | |
|---|---|---|
| গোল্ডস্পট | থ্রিল | ফিজা |
| লিমকা | স্প্রিন্ট | ফেরিণি—১১ আপ |
| থাম্‌স আপ | রাশ | ফেরিণি—ম্যাঙ্গো |
| রিমঝিম | মুড | ফেরিণি পাইনাপেল |
| মাজা | অরেঞ্জ | ফেরিণি লেমোনেড |
| বিজলী গ্রীল আইসক্রীম সোডা | | জেস্ট পাইনাপেল |

গ্রাহকদের স্বার্থে ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারক কোম্পানী-গুলির দ্বারা একযোগে বিজ্ঞাপিত


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।